বিষয়বস্তুঃ দুআর গুরুত্ব ও ফযীলত

জুমাদাল উলা মাসের তৃতীয় জুমুআর বয়ান

(১৯ জুমাদাল উলা ১৪৪৬ হিজরী, ২২ নভেম্বর ২০২৪)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া নু'মানিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ১৬০

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْصَّلَاةُ وَالْسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى أٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجمعِيْنَ أمَّا بَعْدُ:فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۞ وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْم

সম্মানিত মুসল্লী ভায়েরা ! আজ জুমাদাল উলা মাসের তৃতীয় জুমুআ। আজ আমরা দুআর ফযীলত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

মনে রাখবেন, মানুষ যত বড় কোটিপতি হোক না কেন সর্বদা কোন না কোন জিনিসের মুহতাজ অর্থাৎ মুখাপেক্ষী। বেঁচে থাকার জন্য নিঃশ্বাসের মুহতাজ। পিপাসা নিবারণে পানির মুহতাজ। ক্ষুধা নিবারণে খাদ্যের মুহতাজ। মোটকথা

বান্দা প্রতিটি মুহূর্তে কোন না কোন জিনিসের মুহতাজ। কিন্তু একমাত্র যিনি কখনও কোন জিনিসের মুহতাজ নন, তিনি হলেন সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ। তাঁর খাজানায় কোন জিনিসের ঘাটতি নেই। সেজন্য সূরা ইখলাসের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বান্দাদেরকে একথা বলতে বলেছেনঃ قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۞ اَللّٰهُ الصَّمَدُ বলোঃ আল্লাহ এক (অদ্বিতীয়)। আল্লাহ বেনিয়ায অর্থাৎ, তিনি কোন জিনিসের মুখাপেক্ষী নন।

অতএব, বান্দা যখন সর্বদা কোন না কোন জিনিসের মুহতাজ, তখন বান্দার কর্তব্য হল, সুখে-দুঃখে সর্বহালাতে যখনই কোন জিনিসের প্রয়োজন হবে, তখন সে যেন একমাত্র সেই বেনিয়ায মালিক আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করে। এরই নাম হল দুআ।

মুহতারম বন্ধুগণ ! আজ আমরা দুআ সম্পর্কে ৩টি বিষয়ের উপরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। (১) দুআর গুরুত্ব ও ফযীলত, (২) বিপদের সময় দ্রুত দুআ কবূলের উপায়, (৩) দুআ কবূলের সময় সমূহ। এই ৩টি বিষয় পরস্পর লক্ষ্য করুন।

প্রথম বিষয়ঃ দুআর গুরুত্ব ও ফযীলতঃ

জেনে রাখা দরকার, দুআ হল সমস্ত ইবাদতের মূল। সুনানে তিরমিযীর ৩৩৭১ নম্বর হাদীসে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ দুআ হল ইবাদতের মগজ বা মূল। অর্থাৎ যেমন ইবাদতের মধ্যে নিজেকে ছোট মনে করে মহান আল্লাহর সামনে মাথা নত করা হয়, ঠিক তেমনিভাবে দুআর মধ্যেও নিজের দুর্বলতা ও অক্ষমতাকে স্বীকার করে মহান আল্লাহর কাছে কোন জিনিস প্রার্থনা করা হয়। উভয়ের মধ্যে এই অপূর্ব মিল থাকার কারণে নবীজি বলেছেনঃ দুআ হল ইবাদতের মগজ।

তবে মনে রাখা দরকার, আল্লাহর নিকট দুআ করা একটি মুস্তাহাব ইবাদত। মুস্তাহাব ইবাদত মানে এমন ইবাদত, যেটা করলে সাওয়াব হবে। আর না করলে কোন গোনাহ হবে না। কিন্তু দুআ এমন একটি মুস্তাহাব ইবাদত, যেটাকে কেউ অহংকার বশতঃ ত্যাগ করলে তার পরিণাম হবে জাহান্নাম। এ সম্পর্কে আমরা কুরআন করীমের সূরা

গাফিরের ৬০ নম্বর আয়াতটি লক্ষ্য করিঃ আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِیْۤ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ اِنَّ الَّذِیْنَ یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِیْ سَیَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِیْنَ

" তোমাদের পালনকর্তা বলেছেনঃ তোমরা আমাকে ডাক। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। নিশ্চয় যারা অহংকার বশতঃ আমার ইবাদত (দুআ) থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তারা অতিশীঘ্রই অপদস্থ হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"

এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল, আল্লাহর কাছে নত হয়ে দুআ করা একটি মস্তবড় ইবাদত। আর এই ইবাদতকে যে ব্যক্তি অহংকার বশতঃ ত্যাগ করবে, তার পরিণাম হবে জাহান্নামের আগুন।

আল্লাহর কাছে না চাইলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হনঃ

জেনে রাখা দরকার, পৃথিবীতে মানুষের কাছে কোন জিনিস চাইলে, মানুষ অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু দয়াময় আল্লাহ এমন সত্ত্বা যে, তাঁর কাছে না চাইলে, তিনি নারাজ হন। এ বিষয়ে একটি হাদীস লক্ষ্য করুনঃ সুনানে তিরমিযী ৩৩৭৩ নম্বর হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রযি) থেকে

বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে চায় না, আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হন। সুবহানাল্লাহ ! আল্লাহ কতই না দয়ালু। অতএব, ঈমানদার বান্দার কর্তব্য হল, জীবনে খুব বেশি বেশি দুআর ইহতেমাম করা।

জুতোর ফিতে ছিঁড়ে গেলেও আল্লাহর কাছে চাওয়াঃ

মুহতারম উপস্থিতি ! দুআর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বান্দার এমন সম্পর্ক তৈরি হওয়া উচিৎ যে, বান্দা যেন নিজের জীবনের সমস্ত জিনিস আল্লাহর কাছে বিনা দ্বিধায় চাইতে পারে। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামদেরকে এমন শিক্ষাই দিয়েছেন। সুনানে তিরমিযী ৩৬০৪ নম্বর হাদীসে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ حَتَّى يَسْأَلَهُ الْمِلْحَ وَحَتَّى يَسْأَلَهُ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ

“তোমাদের মধ্যে প্রতেকেই যেন নিজের সমস্ত প্রয়োজন নিজের পালনকর্তার কাছে চায়। এমনকি যদি জুতোর

ফিতে ছিঁড়ে যায়, তাহলে সেটাও যেন আলল্লাহর কাছে চায়।” এটাই হল প্রকৃত ঈমানদারের পরিচয়।

একটি জরুরী কথাঃ

তবে এখানে একটি জরুরী কথা মনে রাখা দরকার যে, আল্লাহর কাছে সমস্ত জিনিস চাওয়ার অর্থ এটা নয় যে, শুধু আল্লাহর কাছে চেয়েই বসে থাকবে এবং দুনিয়ার কোন আসবাব অবলম্বন করবে না। বরং এর অর্থ হল এই যে, বান্দা যখনই কোন সমস্যার সম্মুখীন হবে, চাই সেটা একেবারে তুচ্ছ বিষয় হোক না কেন ? এমনকি জুতোর ফিতে ছিঁড়ে গেলেও সেটা প্রথমে আল্লাহর কাছে চাইবে। তারপর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে দুনিয়ার কোন আসবাব অবলম্বন করবে। শুধু দুআ ও তাওয়াক্কুল করে বসে থাকলে হবে না। এটা নবীজির সুন্নাত নয়। নবীজির সুন্নাত হল, অসুখ-বিসুখ হলে আল্লাহর কাছে দুআ করা এবং ঔষধও ব্যবহার করা। দুআ এবং দাওয়া দু’টোই অবলম্বন করতে হবে।

ঘটনাঃ

এক সাহাবী কোন এক যুদ্ধের সফরে রসূলুল্লাহ

সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমি আমার উটটি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করব, না বাধব ? উত্তরে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ اِعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ বাঁধ এবং তাওয়াক্কুল কর।" এ হাদীস দ্বারা বোঝা গেল, পৃথিবীতে যে কোন বিষয়ে আল্লাহর কাছে শুধু দুআ ও তাওয়াক্কুল করে বসে থাকলে হবে না। বরং আসবাব ও কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

দ্বিতীয় বিষয়ঃ বিপদের সময় দ্রুত দুআ কবূলের উপায়ঃ

সম্মানিত সুধীবৃন্দ ! মনে রাখবেন, ঈমানদার বান্দারা আল্লাহর বন্ধু। আল্লাহ রব্বুল আলামীন কখনও কখনও পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নিজের ঈমানদার বন্ধুদের উপর বালা-মুসীবত দেন। তিনি দেখতে চান যে, তাঁর বান্দা ঈমানের উপর অবিচল থাকে কি না। কুরআন করীমের সূরা আনকাবূতের ২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَ هُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ

"মানুষ কি মনে করে যে, তারা ঈমান এনেছে বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে। আর তাদের কোন পরীক্ষা

নেওয়া হবে না ? বোঝা গেল, ঈমানদারদের উপর পরীক্ষার উদ্দ্যেশ্যে বালা-মুসীবত আসবেই। যে যত বড় ঈমানদার, তার ততবড় পরীক্ষা। অতএব, মুসীবত আসলে অধৈর্য না হয়ে সবর করা ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে দুআ করা। আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারার ১৫৩ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ

“হে ঈমানদারগণ ! তোমরা সবর এবং নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর।”

যাইহোক মুসীবতের সময় আল্লাহর কাছে দুআ করা উচিৎ। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল, মুসীবতের সময় দ্রুত দুআ কবূল হওয়ার উপায় কী ? এ সম্পর্কে একটি হাদীস লক্ষ্য করুনঃ সুনানে তিরমিযীর ৩৩৮২ নম্বর হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكُرَبِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ

“যে ব্যক্তি চায় যে, বিপদ-আপদের সময় আল্লাহ তার দুআ (দ্রুত) কবূল করুক, তাহলে সে যেন সুখের সময় বেশি

বেশি দুআ করে।”

একটি বাস্তব উদাহরণ লক্ষ্য করুনঃ

মনে করুন, দুই ব্যক্তি বহুদিনের পরিচিত বন্ধু। তারা একে অপরের মাঝে নিজেদের জীবনের সুখ-দুঃখের সমস্ত কথা শেয়ার করে। এখন যদি এই দুই বন্ধুর মধ্যে কোন একজন বিপদে পড়ে, তাহলে কি অপর বন্ধু ওই বন্ধুকে দ্রুত সাহায্য করবে না ? অবশ্যই করবে। কিন্তু এর বিপরীত লক্ষ্য করুন, দুই ব্যক্তির মাঝে কোন পরিচয়-পরিচিতি নেই। কিংবা আছে তবে খুবই কম। এখন এই দু’জনের মধ্যে কেউ একজন যদি বিপদের সম্মুখীন হয়, তাহলে কি অপর ব্যক্তি তাকে দ্রুত সাহায্য করবে ? হয়ত মানবতার খাতিরে সাহায্য করবে। কিন্তু দ্রুত সাহায্য করবে না। এটাই স্বাভাবিক।

ঠিক তদ্রুপভাবে আল্লাহর সাথে যে বান্দার বহুদিনের পরিচয়, সে বান্দার দুআ আল্লাহ রব্বুল আলামীন দ্রুত কবূল করবেন। এটাই স্বাভাবিক। আর যে বান্দার সম্পর্ক আল্লাহর সাথে কম, তার দুআও আল্লাহ তায়ালা কবূল করবেন। তবে দ্রুত কবূল করবেন কিনা এটা নিশ্চয়তা

দেওয়া যাবে না। অতএব, সুখে-দুঃখে সর্বদা আল্লাহর ইবাদত আদায় করা এবং তাঁর কাছে দুআ করা উচিৎ। যাতে করে দুখের সময় দ্রুত দুআ কবূল হয়।

দুআ হল, মু'মিনের মস্ত বড় হাতিয়ারঃ

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা ! দুআ হল মু'মিনের মস্তবড় হাতিয়ার। আমরা জানি, হাতিয়ার মানে শত্রু থেকে বাঁচার অস্ত্র। সত্যিই এটা অতিবাস্তব কথা যে, দুআ হল মানবজাতির মহাশত্রু ইবলিসকে পরাস্ত করার একটি শক্তিশালী অস্ত্র। তাই ঈমানদার বান্দার দুআ কবূল হলে, ইবলিস শয়তান হায় আফসোস, হায় আফসোস করতে থাকে।

একটি ঘটনাঃ

এ সম্পর্কে একটি ঘটনা লক্ষ্য করুনঃ সহীহ হাদীস দবারা প্রমাণিত যে, হজ্জের সময় আরাফা ও মুয্দালিফার ময়দানে হাজীরা যখন অবস্থান করে, তখন দুআ করলে দুআ কবূল হয়। কেননা, এ দু'টি দুআ কবূলিয়াতের স্থান। রসূলুল্লাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকালের পূর্বে দশম হিজরীতে শেষ বিদায় হজ্জ করেছিলেন। সেই

হজ্জে যখন তিনি আরাফার ময়দানে অবস্থান করেছিলেন, তখন সন্ধাবেলা মাগরিবের পূর্বে আল্লাহর কাছে নিজের সকল উম্মতের মাগ্‌ফিরাতের জন্য এই বলে দুআ করেছিলেন, হে আল্লাহ ! তুমি আমার সমস্ত উম্মতকে মাগ্‌ফিরাত করে দাও।

আল্লাহ তায়ালা বললেনঃ হে আমার হাবীব ! যাও আমি অত্যাচারী যালিম ব্যতীত তোমার সকল উম্মতকে ক্ষমা করে দিলাম। তবে যালিমকে আমি ক্ষমা করব না। কেননা, তার থেকে আমি আমার মাযলুম বান্দার প্রতিশোধ নিব। আর আল্লাহ যার থেকে প্রতিশোধ নিবেন, সে প্রতিশোধ কেমন হবে বুঝতে পারছেন।

যাইহোক, যেহেতু আরাফাতের ময়দানে যালিম উম্মতের জন্য মাগ্‌ফিরাতের দুআ কবূল হয় নি, তাই নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। দ্বিতীয় দিন সকালে মুয্‌দালিফার ময়দানে আবার সেই একিই দুআ করলেন। বললেনঃ হে আল্লাহ ! তুমি চাইলে মাযলূম অর্থাৎ নির্যাতিতকে জান্নাতে দিতে পার। আর যালিম অত্যাচারিকে ক্ষমা করে দিতে পার। আল্লাহ তায়ালা বললেনঃ ঠিক আছে

যাও আমি তোমার সকল বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম।

এবার চমৎকার বিষয় লক্ষ্য করুনঃ মুয্‌দালিফার ময়দানে নবীজির দুআ যখন কবূল হল, তখন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটু দূরের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। নবীজির হাসি দেখে আবূবকর ও উমার (রযি) বললেনঃ

بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنَّ هَذِهِ لَسَاعَةٌ مَا كُنْتَ تَضْحَكُ فِيهَا فَمَا الَّذِي أَضْحَكَكَ أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ

"ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান হোক। আপনি এ সময় হাসলেন কেন ? আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সর্বদা হাসিমুখে রাখুন। কাউকে হাসতে দেখলে এই দুআ পড়তে হয়, أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ "অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আপনার দাঁতকে হাসিয়ে দিক।"

নবীজি উত্তরে বললেনঃ নিশ্চয় আল্লাহর দুশমন ইবলীস যখন দেখল যে, আল্লাহ তায়ালা আমার সকল উম্মতের দুআ কবূল করলেন, তখন সে হাতে করে ধুলো মাটি তুলে নিজের মাথায় মারতে লাগল। আর বলতে লাগলঃ হাঁয় সর্বনাশ, হাঁয় আফসোস ঈমানদারের সব দুআ কবূল হয়ে

গেল। আমি ওর অস্থিরতা দেখে হেঁসে ফেললাম।” এ ঘটনাটি ইবনে মাজার ৩০১৩ নম্বর হাদীসে হযরত আব্বাস ইবনে মিরদাস (রযি) বর্ণিত আছে।

তৃতীয় বিষয়ঃ দুআ কবূলের সময় ও স্থান সমূহঃ

প্রিয় সুধীবৃন্দ ! এবার আমরা আলোচনা করব, দুআ কবূলের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সময় সম্পর্কে। জেনে রাখা দরকার, আল্লাহর দরবার ২৪ ঘন্টার জন্য খোলা। তবে আল্লাহ রব্বুল আলামীন নিজের প্রিয় হাবীবের মাধ্যমে দুআ কবূলের জন্য কিছু ফযীলতপূর্ণ সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যে সময়গুলিতে আল্লাহর কোন বিপদগ্রস্ত ও মুহতাজ বান্দা দুআ করলে কবূল হওয়ার অধিক সম্ভাবনা থাকে। আমি এখানে বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে তার মধ্য থেকে কয়েকটি সময় উল্লেখ করছি।

(১) প্রতি রাতের শেষ প্রহরে দুআ কবূল হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা আছে। সহীহ বুখারীর ১১৪৫ নম্বর হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা প্রতি রাতের শেষ তৃতীয় প্রহর বাকি থাকলে

দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং এই বলে ঘোষণা করতে থাকেন যে, مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ কে আছ আমার কাছে দুআ করবে ? আমি তোমার দুআ কবূল করব। مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ কে আছ আমার নিকট চাইবে ? আমি তাকে দিব। مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ কে আছ আমার কাছে ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করব।”

(২) জুমুআর দিন আসর বাদ থেকে মাগরিবের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দুআ কবূল হওয়ার বিশেষ একটি সময়। মুসনাদে আহমাদের ৭৬৮৮ নম্বর ও সুনানে তিরমিযীর ৪৯১ নম্বর হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ নিশ্চয় জুমুআর দিনে এমন একটা সময় আছে, যে সময়ে কোন মুসলমান বান্দা আল্লাহর কাছে যা চাইবে আল্লাহ তা কবূল করেন। সেই সময়টি হল, আসরের পর।

(৩) নফল নামাযে সাজদার হালাতে দুআ কবূল হওয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। সহীহ মুসলিমের ৪৮২ নম্বর হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ

সাজদার হালাতে বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে বেশি নিকটতম হয়ে যায়। অতএব, তোমরা সাজদার হালাতে বেশি বেশি দুআ কর।

(৪) আযান ও ইকামতের মাঝে দুআ কবূল হয়। সুনানে তিরমিযীর ২১২ নম্বর হাদীসে আনাস (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, নবী সল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

الدُّعَاءُ لاَ يُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

আযান এবং ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে দুআ প্রত্যাখ্যান করা হয় না।

(৫) প্রত্যেক ফরয নামাযের পর দুআ কবূল হয়। সুনানে তিরমিযীর ৩৪৯৯ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ উমামাহ বাহিলী (রযি) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেনঃ

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ قَالَ " جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা

হয়েছিল যে, কোন সময়ের দুআ সবচেয়ে বেশি কবূল হয়? উত্তরে নবীজি বলেছিলেনঃ রাতের শেষ প্রহরে এবং সমস্ত ফরয নামাযের পর। এ হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, প্রত্যেক ফরয নামাযের পর দুআ কবূল হয়। অতএব, কোন বান্দা যদি ফরয নামাযের পর আল্লাহর দরবারে হাত তুলে দুআ করে, তাহলে তার দুআ নিশ্চিত কবূল হবে।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার, কিছু মানুষ ফরয নামাযের পরে সম্মিলিত দুআ করাকে বিদআত বলছেন। এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা। কেননা, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামদেরকে ফরয নামাযের পর দুআ করতে বলেছেন। আর তিনি বলেছেনঃ এই সময়টি দুআ হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ সময়। অতএব, যারা বলেন যে, এ সময় দুআ করা বিদআত তাদের কথা ভিত্তিহীন।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে সুখে-দুঃখে সর্ব হালাতে দুআর ইহতিমাম করার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী
(নাযিমে আ'লা জামিয়া নু'মানিয়া)

কোন প্রয়োজনে 97-32-32-32-12 অফিস নম্বরে রাত ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত (বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বাদে) যোগাযোগ করতে পারেন। মনে রাখবেন, জুমুআর বয়ান শুধুমাত্র আমাদের www.jamianumania.com ওয়েবসাইটেই পাবেন। সুতরাং, এই ওয়েব সাইট থেকে ফ্রিতে জুমুআর বয়ান ডাউনলোড করুন।